ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে ?

উত্তর: মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ একটি দীর্ঘস্থায়ী ও চলমান সংকট। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সরকারের দমন-পীড়নের ফলে রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটে বাংলাদেশে। বর্তমানে মোট নিবন্ধনকৃত রোহিঙ্গা সংখ্যা ৯ ,১৪,৯৯৮ জন (আইএসসিজি-সিচুয়েশন রিপোর্ট, সেপ্টেম্বর ২০১৯)। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে এবং জাতীয় ভাবেও এ বিশাল অনুপ্রবেশের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাগত জানানো হয়; যদিও এর বহুমুখী প্রভাব এবং এর বিভিন্ন প্রকার উদ্বেগজনক দিক ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। ২০১৭ সালে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের আকস্মিক অনুপ্রবেশের প্রেক্ষিতে টিআইবি কর্তৃক একটি দ্রুত সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে এই সমস্যার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করণসহ এ সংকট মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে অধিকতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর আলোকপাত করার জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত এই সমীক্ষাটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা;
- রোহিঙ্গাদের ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণের পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
- সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কি ?

উত্তর: এই গবেষণায় রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, সাড়া প্রদান, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ) ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে তেমনি প্রত্যাবর্তন বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান এবং তাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশবেশগত প্রভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক ঝুঁকি ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: গবেষণাটিতে কোন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ?

উত্তর: গবেষণায় বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট মানবিক সহায়তায় (সীমান্ত অতিক্রম, ক্যাম্পে আশ্রয় প্রদান, ত্রাণ সহায়তা, নিবন্ধন, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপত্তা ইত্যাদি) বিদ্যমান সমসাময়িক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ এবং এই বিপুলসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীদের বাংলাদেশে অবস্থানের চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী সংকটের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি ?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও মাঠ পর্যবেক্ষণে ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, জাতিসংঘের আবাসিক

সমন্বয়কারী কার্যালয়, ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ, ক্যাম্প-ইন চার্জ (সিআইসি), সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়, বন বিভাগ, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ক্যাম্পের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের বাসস্থান ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ত্রাণ বিতরণ, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সংকট ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু ?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত ও পরিমানগত গবেষণার একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যের অভ্যন্তরীণ সংগতি নিশ্চিত করা হয়।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি ?

উত্তর: প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য গবেষণাভুক্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ৮: এই প্রতিবেদনটি কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে ?

উত্তর: এটি একটি সমীক্ষামূলক গবেষণা এবং ১৩ জুলাই - ৩০ অক্টোবর ২০১৯ সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি ?

উত্তর: গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে চিঠির মাধ্যমে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (আরআরআরসি)-এর কর্মকর্তা এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর বিভিন্ন কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে একাধিকবার চিঠি, ই-মেইল এবং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে ?

উত্তর: ২০১৭ সালে আগত রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সমন্বয়, আন্তঃযোগাযোগ এবং তদারকিতে ঘাটতিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। জনবল ঘাটতির ফলে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের তদারকি ব্যহত হচ্ছে। ক্যাম্পভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা মাঝি-কেন্দ্রিক হওয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ডেটাবেইজের অনুপস্থিতি ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতির কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় মানবিক সহায়তায় অনুদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, ফলে খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তায় অপ্রতুলতা তৈরি হচ্ছে। আবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিতকরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ ও অগ্রগতির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায়, দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের ওপর আর্থিক ঝুঁকি ও অর্থনীতির ওপর চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ও তা মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

অর্থনৈতিক ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে- অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থানীয়রা বিভিন্ন কাজে (লবণ চাষ, চিংড়ি হ্যাচারি, চাষাবাদ) রোহিঙ্গাদের নিয়োজিত করছে, ফলে রোহিঙ্গা শ্রমিকদের সহজলভ্যতার কারনে স্থানীয়দের কাজের সুযোগ হ্রাস হচ্ছে; স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন পণ্যের হঠাৎ

চাহিদা বৃদ্ধিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে; প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা, মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তাদের যানবাহন এবং ত্রাণবাহী ট্রাকের চলাচল ও চাপে রাস্তাঘাটের ক্ষতি ও যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।

সামাজিক ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে-স্থানীয়রা সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে, স্থানীয় অধিবাসী মোট জনসংখ্যার ৩৪.৮% যেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ৬৩.২%; স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মানসিক চাপের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে; সরকারি হাসপাতালগুলোর মোট চাহিদার ২৫ শতাংশের অতিরিক্ত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয় হচ্ছে, ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে; স্থানীয়দের খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে; সামাজিক অবক্ষয়ের ঝুঁকি বৃদ্ধিসহ মাদক পাচার, নারী পাচার, পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে; এইডস আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে স্থানীয়দের মধ্যে এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে; সামাজিক সংঘাত তৈরির ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে আধিপত্য বিস্তার, মাদক ব্যবসা, জমি দখলের মত বিষয় গুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবেশগত ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে- ৬,১৬৪ একর বনভূমি উজাড় হওয়াসহ জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়া; ভূমিধ্বসের ঝুঁকি; উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির সংকট প্রকট হওয়া; হাতির চলাচলের পথ নষ্ট হওয়াসহ বন্যপ্রাণীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব।

নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে- দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি - আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৯,১৭৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক; ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬৯০ জন; জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়াসহ নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরির সম্ভাবনা; ক্যাম্পে জঙ্গিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা ফলে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার ঝুঁকি।

প্রশ্ন ১১: এই প্রতিবেদনে প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ কী কী ?

উত্তর: এই গবেষণায় সুপারিশের মধ্যে রয়েছে-

- **সমন্বয় ও সক্ষমতা সংক্রান্ত** - রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্পগুলোকে বিশেষ ও জরুরি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরুর অনুমতি ও ছাড়পত্র প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে আরআরআরসি'র মাধ্যমে করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিসি এবং ইউএনও অফিসকে কাজ শুরুর পূর্বে ও কাজ শেষ হওয়ার পর অবহিত করতে হবে; ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ক্যাম্পের নিকটবর্তী স্থানে একীভূত যাচাই ব্যবস্থা করতে হবে; ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আরআরআরসি'র জনবল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিটি সিআইসি'র আওতায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে; প্রতিটি ক্যাম্পে রাতের বেলা ক্যাম্প ইন চার্জদের (সিআইসি) অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে; মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় সিআইসিদের মানবিক নীতিসমূহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতাসহ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; মানবিক সহায়তায় খাতভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে ; রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব নিরূপণ করে তা মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে হবে।

- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত** - মানবিক সহাতায় প্রকল্প, অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত, বাস্তবায়নের স্থান ও অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং তা হালনাগাদ করতে হবে; সিআইসি কর্তৃক ক্যাম্প পর্যায়ে এনজিওগুলোর কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে; কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজশ নিয়ন্ত্রণে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে; মানবিক সহায়তায় কার্যক্রম ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি কার্যালয়ে কাঠামোবদ্ধ 'অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা' চালু করতে হবে; ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনের বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; ক্যাম্প পর্যায়ে প্রতিটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

- **প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত** - রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য দ্রুত সময়ে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থাদের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে; রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে প্রত্যাবাসনসহ যেকোনো চুক্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন ১২: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত ?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ ও উপস্থাপনা টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনের কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।